অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। আমরা আপনার দিকেই তাকিয়ে আছি।।

আমি তখন যশোর জিলা স্কুলের ছাত্র। ১৯৬৮ সন। আমরা ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীরা মিলে একটা দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। চাঁদা তুলে খাবার দাবারের ব্যবস্থা হলো। স্কুলের সব স্যারদের দাওয়াত দেয়া হলো। তাঁরা আসলেন। আমাদের সাথে খেলেন। তারপর পরীক্ষায় সার্থকভাবে উত্তীর্ণ হবার আশায় আমাদের জন্য দোয়া করলেন। সে দোয়ার অনুষ্ঠানে স্যারেরা কিছু কিছু উপদেশ দিলেন। কেউ কেউ তাঁদের অতীত অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতিচারণও করলেন। আমাদের সহকারী প্রধান শিক্ষক ওয়াহিদুন্নবী - আমাদের নবী স্যার তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে মজার একটা ঘটনার কথা বললেন।

রাশভারী লোক নবী স্যার। স্যারের অফিসের জানালার কাছে বল চলে গেলে কেউ সাহস করে বল আনতে যেতো না। তাঁকে নিয়ে এমনতর ভয় আমাদের। স্যার বলতে উঠেছেন আমরা কাঁপছি না জানি কী বিষয়ে এক ধমক লাগিয়ে দেন। কিন্তু সেদিন তাঁকে খুব নরম মনে হলো। ভারাক্রান্ত। বললেন - তোমরা চলে যাচ্ছো আমাদের খুব খারাপ লাগছে সত্য কিন্তু গর্বে বুকটা ভরেও উঠছে। একদিন দেখবো তোমরা কেউ জজ ম্যাজিস্ট্রেট, কেউ বা ডিসি এসপি, কেউ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বিজ্ঞানী, আবার কেউ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার অথবা মন্ত্রী এমপি হয়েছো। বুকটা আমাদের ভরে যায় - ঐ দেখো ওরা আমার ছাত্র। আমার অহংকার। তবে এর উল্টোটাও আছে।

কয়েক বছর আগে আমি স্কুলের কাজে ঢাকায় যাচ্ছিলাম ট্রেনে চেপে। স্যার বলতে শুরু করলেন। ঈশ্বরদীর কাছাকাছি পোঁছতেই হঠাৎ অনুভব করলাম আমার মানিব্যাগটা নেই। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ব্যর্থ হয়ে মন খারাপ করে বসে আছি। ট্রেন চলছে। আমি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছি সমস্ত টাকা ওই মানিব্যাগে। আমি কী করে ঢাকায় থাকবো খাবো কাজকর্ম সারবো। হঠাৎ একজনের সালামে সম্বিত ফিরে পেলাম। স্লামালেকুম স্যার। আমি তাঁকে ওয়ালেকুমাস্সালাম বলতেও ভুলে গেছি। বিরক্ত হয়ে বললাম আপনি কে আমায় সালাম দিলেন আবার স্যারও বলছেন। আপনি কী আমায় চেনেন? না স্যার চিনি না তবে মুরুব্বীদের আমি স্যারই বলি। তা আপনার কী হয়েছে স্যার? যাবেন কোথায়? মনটা খারাপ দেখতেছি। স্যার আর সইতে না পেরে বললেন - এ্যাই, আপনি এতো ফ্যাস ফ্যাস করছেন কিসের জন্য যান তো এখান থেকে। লোকটিও নাছোড়বান্দা। বলেন না স্যার আপনার কী হইছে। কিছু হয়নি আপনি যান তো। আমার মানিব্যাগ হারায়ে গেছে। এবার খুশী হয়েছেন? যান।

লোকটি মাথা নিচু করে চলে গেলো। স্যার চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন। আবার সেই ভাবনায় ডুবে গেছেন। ঢাকায় গিয়ে খাবেন কী থাকবেন কোথায়। এরমধ্যে অনেকগুলো স্টেশন পার হয়ে গেল। এবার আরেকজন লোক স্যারের কাছে এসে - স্লামালেকুম স্যার। নবী স্যার ঠিক করে ফেলেছেন এবার লোকটাকে ঘুরিয়ে একখান চড় লাগাবেন। জানালা থেকে মুখটা সরিয়ে এনে তাকিয়ে দেখেন এবার অন্য একজন। পরনের লুঙ্গিটা নিচের দিক থেকে অর্ধেক উল্টানো। স্যারের সামনে লুঙ্গি থেকে একগাদা মানিব্যাগ বের করে বললো স্যার দেখেন এগুলোর মধ্যে কোনটা আপনার। ঐ স্তূপের মধ্যে নিজের মানিব্যাগটা পেয়ে স্যার যেন ছোঁ মেরে নিয়ে নিলেন। লোকটি বললো স্যার গুনে দেখেন সব ঠিকঠাক আছে কিনা। স্যার তাঁর টাকা গোনায় ব্যস্ত ইত্যবসরে লোকটি বাকী মানিব্যাগ গুলো নিয়ে হাওয়া হয়ে গেলো। টাকা গোনা শেষ হলে স্যার দেখলেন লোকটি নেই। বড় আফসোস করতে লাগলেন। নিজেকে স্বার্থপর ভাবলেন। লোকটাকে কিছুই জিজ্ঞেস করা হলো না একটা ধন্যবাদ পর্য্যন্ত দেয়া হলো না। এরপর আরো একজন লোক এসে সালাম দিয়ে বললো স্যার সব ঠিক আছে তো। তাতো আছে কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। হুনেন স্যার আমি কইতাছি। পরথমে যে লোকটা আছিলো হে হইতাছে খুলনা টু

সিরাজগঞ্জ লাইনের সর্দার। হে যখন জানছে আপনের মানি ব্যাগ মারছে তখন পুরা লাইনের মাল কালেকশন কইরা আপনের কাছে পাডাইয়া দিছে। আর আমারে কইছে আপনেরে ঢাকায় বাসা পর্য্যন্ত পোঁছাইয়া দিতে। হে আমাগো ওস্তাদ। হে আপনের ছাত্র আছিলো জিলা স্কুলে। .... গল্পের এতটুকু বলে কান্নায় আর স্যার কথা বলতে পারছেন না। আর আমরা বিস্মিত - নবী স্যারের চোখে পানি! বললেন মায়ের কাছে ভাল খারাপ সব সন্তান যেমন সমান তেমনি আমাদের কাছে তোমরা সবাই আমাদের সন্তান। সবার জন্য ভালবাসা আছে - তবুও এমন উপকার আমি চাই না এমন ছাত্র আমি চাই না। স্যার এবার হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

এই স্মৃতি সেদিন রোমন্থন করছিলাম যেদিন নারায়ণগঞ্জের স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্যামলকান্তি ভক্তকে সেলিম ওসমান এমপি কান ধরে উঠবস করাচ্ছেন অনলাইন পত্রিকায় সে ছবিটি দেখে। আমার তখন নবী স্যারের মুখটাকে মনে হচ্ছিলো শ্যামলকান্তি ভক্তের মুখ, আর আমি কানে শুনছি শ্যামলকান্তি স্যার বলছেন সেই পকেটমার সর্দারের মত গুন্ডার সর্দার সেলিম ওসমানের মত ছাত্র যেন আমাকে আর দেখতে না হয়। হোক না সে তথাকথিত জনদরদী (?)। দেশে বিদেশে নিন্দার ঝড় আর ক্ষোভ প্রকাশের পরেও তার কোন শাস্তি বিচার হলো না।

ওসমান পরিবারের প্রতি দেশের প্রধানমন্ত্রীর দূর্বলতা আছে তাই বলে তারা একের পর এক অঘটন চালিয়ে যাবে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সেখানে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকবে তাতো মেনে নেয়া যায় না। যদিও প্রধানমন্ত্রী বলেছেন নারায়ণগঞ্জের ওসমান পরিবার এখন তাঁর কাছে একটি বোঝা কিন্তু তাতেই কী সব আইন বিচার শেষ হয়ে গেলো? শ্যামলকান্তি স্যার কী বিচার পেলেন?

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট আবেদ খান এ বিষয়টি নিয়ে ২৫ মে "জননেত্রী, লেখাটি পড়বেন আশা করি" শিরোনামে একটি কলাম লিখেছেন যা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। চমৎকার এ কলামটিতে আবেদ খান শিক্ষকদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা ভালবাসা এবং সম্মানের উদহারণ টেনে বলতে চেয়েছেন জননেত্রী এবার আপনার এই হতভাগ্য শিক্ষক শ্যামলকান্তির বিষয়টির কী ব্যবস্থা নেবেন? এসবই কী নেত্রীকে বিপাকে ফেলার ষড়যন্ত্রের উৎস - এমন প্রশ্ন রেখে আবেদ খান লেখাটি শেষ করেছেন এভাবে - "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দেশের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করার জন্য, সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার জন্য, হেফাজতিদের হেফাজত করার জন্য, মিত্রের মুখোশ পরে প্রগতি এবং গণতন্ত্রের বধ্যভূমি সৃষ্টি করার জন্য যারা সঙ্গোপনে সক্রিয় - তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আপনার। আমরা আপনার দিকেই তাকিয়ে আছি।"

যে মুহূর্তে দেশের অদম্য উন্নয়নের ধারায় আজ" উন্নত মম শির" সে মূহূর্তে আপনার কিছু বোঝা হতদ্যোম করে ফেলছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। হতাশাকে বেপরোয়া করে তুলছে জননেত্রী। আশা করি কোন অঘটন ঘটার আগে আপনি আপনার বোঝাগুলোকে এবার নামাবেন।

কী আশ্চর্য্য সাহসী এক দেশের প্রধানমন্ত্রী আপনি এখন, যে দেশ এই চার দশক আগেও তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি পেতো সে দেশের এখন বাৎসরিক বাজেট ৩ লাখ ৪০ হাজার ৬০৫ কোটি টাকা (৪৩ বিলিয়ন ইউএস ডলার)। যে দেশ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিশ্ব দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াবে ২০২১ সালে। আজ বিশ্বের শীর্ষ নেতাদের পাশে বসে আপনি আগামী পৃথিবী গড়ার ক্যানভাস তৈরী করেন জাপানে বসে। আর সেখানে আপনার বোঝা গুলো গোটা দেশটাকে কান ধরে উঠবস করানোর প্রয়াশ পায়! ওরা আর কত প্রশ্রয় পাবে - জননেত্রী?

আমাদের নবী স্যার ঐ পকেটমার সর্দার আর নারায়ণগঞ্জের গুন্ডাদের মত যারা, তাদের উপকার পেয়েও স্বীকৃতি দেননি আপনিও দেবেন না প্লীজ। আবেদ খানের সাথে কন্ঠ মিলিয়ে বলছি আমরা আপনার দিকেই তাকিয়ে আছি।